খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI
খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-18 ● Bardhaman ● 29 February, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

● কাশীপুর থেকে রাঘবিন্দুবাটি পর্যন্ত রাস্তার টেন্ডার হয়েছে,খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে,খবর সোজাসুজি'কে জানালেন ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

● ধ্বংসের পথে হিলিয়াম ল্যাবরেটরি ! কেন্দ্র সরকারের উদাসীনতার কারণেই ধ্বংসের পথে বীরভুমের বক্রেশ্বরের হিলিয়াম ল্যাবটরি,অভিযোগ।

● সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ বাগনানের এক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে প্রশয় দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার প্রধান শিক্ষক।

● ফের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ যাদবপুরের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে !

● ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ নসিবপুর মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গৌতম পালের বিরুদ্ধে ! মঙ্গলবার অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে হরিপাল থানার পুলিশ।

● জামালপুরের মহিন্দরে অটো উল্টে মৃত ১ , আহত ২

● বর্ধমান নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং শিপতাই বিবেকানন্দ গ্রামীণ সেবা সংঘের সহযোগিতায় শিপতাই বিবেকানন্দ গ্রামীণ সেবা সংঘ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট।

● খালিস্তানি মন্তব্যের প্রতিবাদে কলকাতায় মুরলীধর লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের।

● কোন্নগরে শিশু খুনে মঙ্গলবার গ্রেফতার শিশুটির মা ও মায়ের বান্ধবী ! ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

● আধার সমস্যার জন্য হোয়াটস অ্যাপ নম্বর চালু করল রাজ্য সরকার। আধার নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে ৯০৮৮৮৮৫৫৪৪ নম্বরে হোয়াটস অ্যাপ করে অভিযোগ জানানো যাবে।

● ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে জব কার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে পাঠাতে শুরু করল রাজ্য সরকার।

● ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের

(এরপর চারের পাতায়)

স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে বন্ধুকে খুন ! প্রবল চাঞ্চল্য হুগলির দাদপুরে

ইসরাইল মল্লিক ঃ স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে বন্ধুকে খুন ! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির দাদপুর থানার অন্তর্গত মহেশ্বরপুরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,১১ ফেব্রুয়ারি রবিবার দাদপুর থানার মহেশ্বরপুরে একটি টায়ারের দোকান থেকে দোকানের মালিক মহম্মদ নবি আলম আনসারি ওরফে ছোটুর (৩৯) মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল দাদপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারি পাশের গ্রাম পুইনানের বাঙালপোতার শেখ সিকান্দর(৪৪)নামে এক ট্রাকচালককে হাওড়ার শালিমারের রেল ইয়ার্ড থেকে আরপিএফ এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সহযোগিতায় গ্রেফতার করল দাদপুর থানার পুলিশ।

পুলিশের দাবি,জেরায় ধৃত সিকান্দর অপরাধ কবুল করেছে।ওই ব্যবসায়ীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল।

১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকালে দাদপুর থানায় হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি(ডিএন্ডটি) প্রিয়ব্রত বক্সী সাংবাদিক বৈঠক করে জানান,সিকান্দরের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ছোটুর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সিকান্দরের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও ওই সম্পর্ক তিনি মানতে পারেননি। ফলে ছোটুর সঙ্গে তাঁর শত্রুতা বাড়তে থাকে। তার জেরেই ওই ঘটনা। আদতে বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা ছোটু ব্যবসার সুবাদে তিনি মহেশ্বরপুরেই থাকতেন তার বাড়ি দোকান লাগোয়া। টায়ারের ব্যবসার পাশাপাশি চারটি ট্রাকও রয়েছে ছোটুর সিকান্দরের বাড়ি পাশের পুইনানের বাঙালপোতা গ্রামে কয়েক বছর আগে দু'জনের পরিচয় হয়। তারপরে পরস্পরের বাড়ি যাওয়া শুরু হয়েছিল। সিকান্দরের স্ত্রীর সাথে ছোটুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ নিয়েই স্ত্রীর সঙ্গে সিকান্দরের অশান্তি শুরু হয়।পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ। সিকান্দর দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তবে, ছোটুর সঙ্গে সিকান্দরের প্রথম স্ত্রীর সম্পর্ক অটুট ছিল। যার জেরে ছোটু ও সিকান্দরের শত্রুতা

(এরপর চারের পাতায়)

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে নজর কেড়েছে আরামবাগের ছাত্র মহম্মদ শাহিদ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিক্ষা দীক্ষায় হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমার স্থান সর্বাগ্রে। উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে রাজ্যস্তর এমন কি জয়েন্টেও আরামবাগের ছাত্র ছাত্রীরা অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে আসছে।এমনকি মেধা তালিকায় আরামবাগের পড়ুয়াদের নাম প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকেই।এবারে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আরামবাগ হাই স্কুলের ছাত্র এমডি শাহিদ অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ নজির বিহীন সাফল্য তুলে এনেছে। এ সংবাদে আরামবাগ বাসী আনন্দে বিভোর। শাহিদের সাফল্যের সংবাদে খুশি হয়ে তার বাবা ও মা সহ পরিবারের সদস্যরা আনন্দে মাতোয়ারা। এমন কি আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও আইসি রাকেশ সিং শাহিদের বাড়িতে এসে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, শাহিদ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দশম স্থান অধিকার করে আরামবাগ হাইস্কুল ও সমগ্র আরামবাগের মুখ উজ্জ্বল করেছে।উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকার মধ্যেও শাহিদ জানিয়েছে "আমার আসল লক্ষ্য মানুষের চিকিৎসা করা।" আরামবাগের গর্ব মহম্মদ শাহিদ সম্পর্কে আরামবাগ হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত রোহিন্দ্রনাথ টুডু জানান, "আমাদের স্কুলের ছাত্র এম ডি শাহিদ এবার জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অসাধারণ রেজাল্ট করেছে । এ বৎসর সে আরামবাগ হাই স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শাহিদ একজন আদর্শ ছাত্র। ওর আরও সাফল্য কামনা করি।" আরামবাগ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায় শাহিদ সম্পর্কে জানালেন, "আমাদের স্কুলের গর্ব এম ডি শাহিদ। ও এই বছরে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। ভবিষ্যতে ও চিকিৎসক হবে। এর পর নিট পরীক্ষা দেবে শাহিদ। আমাদের আশা নিট পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য পাবে আমাদের স্নেহের শাহিদ।" এম ডি শাহিদের বাবা খায়রুল আলম জানান, "ছেলের সাফল্যে আমার পরিবারের সকলে খুশি । ও এখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে । আমরা ছেলের ইচ্ছাকে সব সময় গুরুত্ব দিয়েছি। চিকিৎসক হওয়ার জন্য ছেলে খুবই আগ্রহী । আশা করি ওর ইচ্ছাপূরণ হবে।" শাহিদের মা জানান, "শাহিদ কোন প্রাইভেট টিউটর ছাড়াই এই সাফল্য পেয়েছে।" তিনি আরো বলেন, তার মেয়ে বর্তমানে ডাক্তারি পড়ছে।

আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বর্ধমান রবীন্দ্র ভবনে ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমি আয়োজিত বর্ধমান ডিভিশনের আবৃত্তি বিষয়ক তিন দিনের কর্মশালা।পূর্ব বর্ধমান,পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি ও বীরভূম জেলা

(এরপর দুয়ের পাতায়)

ভগ্ন ব্রিজের দশা দেখে আঁতকে উঠছে মানুষ ! নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপি ব্লকের বাবুর মহল গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাচাঁদপুর গ্রামের ঝিংড়া খালের উপর কাঠের ব্রিজটি বাবুর মহল গ্রাম পঞ্চায়েত ও কেওড়াতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। ১২০ ফুটের দীর্ঘ এই কাঠের সেতুটির একদিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেখানে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে,এখন সেই জায়গাটায় ঘুরে আসতে হয় ৪ কিলোমিটার রাস্তা বেড় দিয়ে। ব্রিজটিতে দিনের বেলা গুটিকয়েক মানুষ অতি কষ্টে

(এরপর দুয়ের পাতায়)

খবর সোজাসুজি
Volume-1 ● Issue-18 ● 29 February, 2024

অশনি সংকেত

সময়টা বড় অস্থির। সহনশীলতার বড় অভাব ।উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি ।লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে অস্থিরতা তত বাড়ছে ।শাসকের রক্ত চক্ষুর রোষানলে আজ আক্রান্ত গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সহজে সত্যকে হজম করতে পারছে না শাসক দল। আর সেজন্যই মুখ বন্ধ করার মরিয়া প্রয়াস ।শাসকের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করা যাবে না ।তাহলেই হয় গাঁজা কেস নয় তো শ্লীলতাহানির মিথ্যা কেস দিয়ে মুখ বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা। এ ব্যাপারে কেন্দ্র বা রাজ্য - কেউই কম যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই যেকোনো ভাবে দমিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা। শুধু আজ নয়,এ ঘটনা ব্রিটিশ আমল থেকেই চলছে। কংগ্রেস আমলে জরুরি অবস্থার সময়েও সাংবাদিকদের কম অত্যাচার সহ্য করতে হয় নি, তখন সংবাদ মাধ্যমের ওপর নেমে এসেছিল সেন্সরশিপের খাঁড়া ।খবর পছন্দ না হলেই চলত কাঁচি। আর এখন আবার চলছে ডিজিটাল নজরদারি। বিপক্ষে খবর হলেই যেকোনো ভাবে দমিয়ে রাখার চেষ্টা। শাসক পাল্টেছে কিন্তু শাসকের চরিত্র পাল্টায় নি। জনগণের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলাই হল সাংবাদিকের কাজ, তোষামোদ করা নয়। জনগণের সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরা এবং শাসকের গঠনমূলক সমালোচনা করাই তো সাংবাদিকের আশু কর্তব্য। আর সেই কাজ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বারে বারে পড়তে হচ্ছে হুমকির মুখে। তাদের ওপর নেমে আসছে রাষ্টীয় নিপীড়ন। কিন্তু শাসকের মনে রাখা প্রয়োজন, হুমকি আর দমন পীড়নে সত্যকে বেশি দিন চেপে রাখা যায় না। সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই। শত হুমকির মুখেও কলম থেমে থাকবে না। কলম চলবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেই সাংবাদিকের কলম। সেজন্যই তো সংবাদমাধ্যম হল সমাজের দর্পণ। আর আজ সেই দর্পণকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার মরিয়া চেষ্টা করছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দল। সোজা কথা সোজাসুজি ভাবে বললেই গায়ে জ্বালা ধরছে শাসকদলের ।তার ওপর আবার খবর পছন্দ না হলেই চোখ রাঙানি,হুমকি। এ লক্ষণ গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। এ তো অশনি সংকেত! এভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ওপর আঘাত আর কতদিন চলবে ? সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কি শুধু মুখের কথা হয়েই রয়ে যাবে, বাস্তবায়িত হবে না ? স্বাধীন ভাবে কাজ করার পরিবেশ কবে পাবে সংবাদ মাধ্যম ?

একুশে ফেব্রুয়ারি

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

দুই অঙ্কের একটা তারিখ
মনটাকে করে ভারি,

বাঙালীরা জানে,সেদিনের নাম,
একুশে ফেব্রুয়ারি।

নামটি নিলেই মনে বেজে ওঠে,
'আ-মরি বাঙলা ভাষা',

যে ভাষায় খোঁজে বাঙালী তাদের
আনন্দ আর আশা।

যে ভাষায় ছড়া শুনতে শুনতে
শিশুদের চোখে ঘুম,

যে ভাষায় আঁকা শিশুদের ঠোঁটে
মায়ের মিষ্টি চুম।

যে ভাষায় রাতে আলোয় আলোয়
পূর্ণিমা চাঁদ হাসে,

যে ভাষার টানে পরিজন আর
বন্ধুরা আসে পাশে।

একুশে ফেব্রুয়ারি বললেই
ভাষা শহীদের ছবি,
যে ভাষায় গেঁথে কত ছড়া গানে
মালা গাঁথলেন কবি।

একুশে ফেব্রুয়ারি,
ভাষা দিবসকে,বলতো,আমরা
কী করে ভুলতে পারি !

কর্মশালা বর্ধমানে

(প্রথম পাতার পর)

থেকে সব মিলিয়ে ৫০ জনের অধিক ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল এই আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালায় ।শুক্রবার উদ্বোধনের দিন প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সদস্য প্রণতি ঠাকুর ।উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির ভারপাপ্ত সচিব মান্দারকান্তা মহালনবীশ ।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার খ্যাত বাচিকশিল্পী ললিত কোনার ।বর্ধমান রবীন্দ্র ভবনের প্রকৃতির কোলে এই কর্মশালা আয়োজনে খুশি প্রশিক্ষক সহ ছাত্র ছাত্রীরা। কর্মশালার শেষে ২৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকল অংশগ্রহণ কারীদের হাতে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

ভগ্ন ব্রিজের দশা

(প্রথম পাতার পর)

চললেও সন্ধ্যার পর চলাচল একেবারে বন্ধ ।কারণ আজ তিন বছর ধরে এই ব্রিজটির কোথাও এক ফুট, কোথাও দু'ফুট, কোথাও তিন ফুট কোনো কাঠ নেই। ব্রিজের দুদিকে রেলিং গুলো ভেঙে গেছে। দুদিকের কাঠগুলো এতটাই দুর্বল ভুলবশত সেখানে পা পড়লে চলে যেতে হবে খালের মধ্যে ।বহুবার রাজনৈতিক নেতা থেকে বিডিও, এসডিওর কাছে জানিয়ে আজও নেতাদের শুকনো আশ্বাস ছাড়া কিছুই হয়নি, অভিযোগ।

পেশা প্রবেশের পথে

পার্থ পাল

একটি ছেলে পড়াশোনায় বেশ ভালো। স্বভাবতই মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার রেজাল্ট হল দেখার মত। সব বিষয়েই প্রায় নব্বই এর উপর নম্বর। গণিতেও। ওদের স্কুলে ওর থেকেও বেশি নম্বর পেল দুজন। মাধ্যমিকের পর ওর বন্ধুরা বিজ্ঞান বিষয়কে বেছে নিল। ছেলেটির বাবা ছেলেটিকে ভর্তি করবেন কলা বিভাগে। এজন্য আত্মীয় স্বজনরা ভ্রু কোঁচকালেন। প্রতিবেশীরা হাসলেন বাঁকা হাসি। ছেলেটি খানিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুরু করল আর্টস পরা। এটি আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগেকার কথা। বর্তমানে ওই ছেলেটি একটি সরকারি কলেজের ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক। ওর সেই বন্ধু দুজনের একজন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক, অন্যজন সরকারি করণিক।

একটি কলেজে একদল ছেলেমেয়ে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়তো। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান। কলেজের পড়া শেষ করে প্রত্যেকেই স্নাতকোত্তর স্তরে পড়তে চলল বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেবল একটি ছেলে বাদ। সে তার বাবার নির্দেশ মত ভর্তি হয়ে গেল একটি কোচিং সেন্টারে। স্বনামধন্য সে কোচিং সেন্টারটি ডাব্লিউবিসিএস পরীক্ষার কোচিং দেয়। বছর তিনেকের চেষ্টায় ছেলেটি সেই পরীক্ষার পুলিশ বিভাগে চাকরি পেল। তারপর বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে সে এখন একটি জেলার পুলিশ সুপার!

সেই কলেজেরই কলা বিভাগের একটি ছেলে ছিল ভীষণ দুরন্ত। পড়াশোনা ছাড়া বাকি সব কাজে সে ছিল একাই একশ। খারাপ রেজাল্ট করে কলেজ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও সুযোগ না পেয়ে সে তখন সদ্য গজিয়ে ওঠা একটি ম্যানেজমেন্ট কলেজে ভর্তি হলো। এবং সেখানেই ঘুরে গেল তার জীবনের মোড়। বর্তমানে সে একটি সুরা প্রস্তুতকারী সংস্থার ম্যানেজার। সারা ভারত জুড়ে তার যাতায়াত আকাশপথে!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাফল্যের কোন ছকে বাঁধা নিয়ম নেই। যারা দূরদর্শী, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন তারাই পৌঁছাতে পারে সাফল্যের শীর্ষে। তাই দূর দর্শনটা জরুরী।

যে পড়ুয়ার পড়াশোনায় মন নেই মাধ্যমিকের পরেই সে বেছে নিক কোনো বৃত্তিমূলক কোর্স। তারপর এগিয়ে যাক সেটিকে ধরেই। বছর পাঁচেক পরে তার সাফল্য হবে অকল্পনীয়। এমন উদাহরণ আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক। যেমন, একটি স্কুলের ফার্স্ট বয় মাধ্যমিকে সেরা নম্বর পেয়েও উচ্চমাধ্যমিক পড়লো না। বরং এক বছরের প্রশিক্ষণে সে পলিটেকনিক প্রবেশিকায় স্থান করে নিলো উপরের দিকে। তারপর চার বছরের পাঠ শেষে তার চাকরি মিলে গেল দেশের সেরা কোম্পানিতে। তখন তার বয়স মাত্র একুশ! যে মেয়েটির অংক করতে গেলে বা ইতিহাস মুখস্থ করতে গেলে ঘুম এসে যেত সে এখন একটি বিশাল বিউটি পার্লারের মালিক। এজন্য সে একটি মোক্ষম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মাধ্যমিকের পরেই। নামী প্রতিষ্ঠানে শিখতে শুরু করেছিল বিউটিশিয়ান কোর্স। এখন দিন যত এগোচ্ছে সৌন্দর্য সচেতন মানুষের সংখ্যা তত বাড়ছে। তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞের কদরও।

বিয়ের পাকাদেখা থেকে কন্যাদানই হোক বা অন্য কোন বড় অনুষ্ঠান পরিচালনা - সব ক্ষেত্রেই এখন মানুষ দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে চান। এবং তা করার জন্য আছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট টিম। যাতে প্রয়োজন প্রচুর কর্মসংস্থানের। এমন সম্ভাবনাময় পেশায় ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। পড়া-পালানোরা এদিকটা ভেবে দেখতেই পারে।

আর যারা পড়াশোনায় ভালো তারা বেছে নিক এমন তেমন দিক যা তারা লালন করতে পারবে সারা জীবন। তীক্ষ্ণ মেধার সঙ্গে শারীরিক গঠনটাও যাদের সম্পদ তারা সেনাবাহিনীর NDA, CDS প্রভৃতি পরীক্ষায় বসতে পারে। সফল হলেই সেখানে মিলতে পারে ' মেজর '-এর মত সম্মানীয় পদ। কেবল পলিটেকনিকের JEXPO, ইঞ্জিনিয়ারিং এর JEE (Main), B.Sc. নার্সিং এর JENPAS UG, ডাক্তারির NEET- ই নয়, রাস্তা আছে আরও অনেক। কৃষিবিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান, চলচ্চিত্রবিদ্যা,আন্তর্জাতিক সম্পর্কচর্চা, আইনচর্চার মত বিষয়গুলি এখন ফাঁকা মাঠ। হুজুগে পরে সিংহভাগ মেধাবী NEET এর জন্য দৌড়ানোতে কম মেধাবীও কয়েক বছরই হয়ে যাচ্ছেন কৃষিবিজ্ঞানী। একটি ক্লাসের ফার্স্ট বয় প্রথাগত দিকে পড়ে এখন একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। অন্যদিকে, কেবল কৃষিবিজ্ঞান বিষয়টিকে বেছে নেওয়ার কারণে ওই ক্লাসের চার রোল নম্বর এর ছেলেটি আজ ভারত সরকারের কৃষিবিজ্ঞানী। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শেষ। এখন আমাদের পথ বেছে নেওয়ার সময়।

পাখিদের নিয়ে কিছু মজার কথা

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

উজ্জ্বল রঙের হামিংবার্ড থেকে ফার্টিং থ্রাশস পর্যন্ত পাখিরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাণীদের মধ্যে একটি। সারা বিশ্বে প্রায় ১০০০০ টিরও বেশি প্রজাতির সাথে, সূক্ষ্ম পালকযুক্ত বন্ধুরা আমাদের সব পরিবেশে বাস করে। এখানে কিছু পাখির প্রজাতি সম্পর্কে তাদের আশ্চর্যজনক তথ্য রয়েছে যা আমরা অনেকেই জানি না।

কাক মানুষের কথা ও অন্যদের শব্দ অনুকরণে পটু কাকেদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অনেক কিছুর কথা আমরা জানি ।যদিও বন্য কাকেরা মানুষের ভাষা বলার সম্ভাবনা নেই, তবু দেখা গেছে বন্দী অবস্থায় তারা বেশ মানুষের কথাবার্তা বলতে পারে বরং কিছু কাক মানুষের কথা নকল করতে তোতাপাখির চেয়েও ভাল পারে। এদিকে বন্য পরিবেশে, , কাক কখনও কখনও অন্যান্য প্রাণীর অনুকরণ করে, নেকড়ে বা শেয়ালের মতো শিকারীদের নকল করে তাদের সুস্বাদু মৃতদেহের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য যা তারা নিজেরা ছিঁড়তে পারে না।

উটপাখির চোখ যে কোনো স্থলচর প্রনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়

উটপাখির চোখ স্থলে বসবাসকারী যেকোন প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় তা আনুমানিক একটি বিলিয়ার্ড বলের আকার, তাদের চোখ আসলে তাদের মস্তিষ্কের চেয়ে বড়।

কার্ডিনালরা নিজেদেরকে পিঁপড়ে দিয়ে ঢেকে রাখতে পছন্দ করে কার্ডিনালরা ও অন্যান্য কিছু পাখির প্রজাতিরা কখনও কখনও নিজেদেরকে ছোট মরা বা জীবন্ত পিঁপড়ে দিয়ে ঢেকে রাখে, তাদের পালকের উপর জীবন্ত পিঁপড়েকে তাদের উপর চলতে দেয়। যদিও বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন যে ক্ষ্মঅ্যান্টিংক্ষ্ম এর উদ্দেশ্য কী, কেউ কেউ মনে করেন যে পাখিরা উকুন এবং অন্যান্য পরজীবী থেকে মুক্তি পেতে পিঁপড়ের শরীর থেকে নিঃসৃত ফর্মিক অ্যাসিড ব্যবহার করে।

কিছু হাঁস এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়
ম্যালার্ডরা হল একধরনের পরিযায়ী হাঁস। এরা যখন দল বেঁধে ঘুমায়, ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় এই হাঁসেরা এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়। তারা আরও গভীরভাবে ঘুমায় তবে তাদের মস্তিষ্কের একপাশ জাগ্রত রাখে যাতে তাদের ঘুমানোর সময়ও যাতে শিকারীরা তাদের উপর আক্রমন করতে না পারে।

বেশিরভাগ হামিংবার্ডের ওজন নিকেলের চেয়ে কম হামিংবার্ডগুলি অবিশ্বাস্যভাবে হালকা ওজনের। গড় হামিংবার্ডের গড় ওজন প্রায় ৪ গ্রাম যা কিনা একটি নিকেলের চেয়ে এক গ্রাম কম।

পায়রা অলিম্পিক গেমের ফলাফল প্রদান করত প্রথম গৃহপালিত পাখি বলে পায়রাদের মনে করা হয়। পায়রাগুলি হাজার বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য এবং প্রাচীন গ্রীসে, অলিম্পিক গেমসের ফলাফল সহ বার্তা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এক সময় পাখিদেরএক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডাক আদান প্রদান করার জন্যও ব্যবহার করা হতো। সর্বশেষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্বাচিত বার্তা বহন করার জন্য পায়রা ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

তোতাপাখি কত শব্দ শিখতে ও বলতে পারে ? কথা বলার জন্য তোতা পাখির খ্যাতি আছে।যদিও বেশিরভাগ তোতাপাখি মাত্র ৫০টি শব্দ শেখে, কিছু আফ্রিকান ধূসর তোতা একশর মত শব্দ শিখতে পটু। টেনেসির নক্সভিল চিড়িয়াখানায় একটি উজ্জ্বল আফ্রিকান ধূসর তোতাপাখি যা কিনা তাকে সবাই আইনস্টাইন বলে ডাকতো। সে প্রায় ২০০ শব্দ বলতে পারতো।

হুডেড পিটোহুই একটি বিষাক্ত পাখি
এই পাখিগুলি একটি ছোট কালো বা কমলা আসলে এরা বিষাক্ত পাখি হিসাবে পরিচিত ।বিষ তার পালক বা ত্বকে রয়েছে। এরা পাপুয়া নিউ গিনির দ্বীপপুঞ্জের পাহাড়ী এলাকায় বাস করে।এদের প্রধান খাদ্য যদিও নানা রকম ফল ও বীজ ,তাছাড়া মেলিরিড বিটিল নামে একধরনের পোকাও খায়। এই পোকাগুলি থেকেই এরা বিষ সংগ্রহ করে যা রাসায়নিক ভাবে ব্যাট্রকোটক্সিন নামে পরিচিত। এদের পালকের তন্তুগুলিতে একই বিষ খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে এটি অল্প মাত্রায় অসারতা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বেশি মাত্রায় মৃত্যুর কারনও হতে পারে।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

৪৬ তম বর্ধমান বইমেলায় কবি সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে অনুষ্ঠিত ৪৬ তম বর্ধমান বইমেলায় মঙ্গলবার ২০ ফেব্রুয়ারি

কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মঞ্চে।অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত দ্বিপ্রাহরিক এই কবিতা পাঠের আসরে কবি কুশল দে'র সঞ্চালনায় প্রায় শতাধিক কবি কবিতা ও আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অরুণ মজুমদার, অরবিন্দ সরকার, গুরুপ্রসাদ যশ, দীপেন্দ্রনাথ শীল, পল্লব কুমার চট্টোপাধ্যায়, লক্ষণ দাস ঠাকুরা, অশোক কুমার বর্মন, আশিস পাত্র, সৈয়দ আতাউর রহমান, কল্পনা রায়, পার্বতী মিত্র, নমিতা রাউত, মৃণাল কান্তি মোদক, বসন্ত পাল, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, সুফি রফিক উল ইসলাম, ডাঃ সদরুল আলম, সেখ জাহাঙ্গীর, নূর মহম্মদ, অলক দত্ত, চিরঞ্জীব ঘোষ, দেবাশিস মোহান্তি, তাপস কুমার পাল, নারায়ণ চন্দ্র পাল, আসিয়া খাতুন, ডঃ আসরফি খাতুন, মন্দিরা মুখার্জী, চৈত্রকুমার প্রামানিক, অহংজিৎ বসু, সৌম্য পাল, সুরমান আলি মল্লিক,ডঃ আফজল আলি, সবিতা চ্যাটার্জী, সায়ন্তী হাজরা, রমাকান্ত পাঁজা, লায়েক মইনুল হক, রথীন পার্থ মন্ডল, নিয়াজুল হক, সিরাজুল ইসলাম, বাসুদেব পাল, সেখ মালেক জান, শুভাশিস মিত্র, জয়শ্রী চক্রবর্তী,করবী রায়, দীপা কুমার, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অশোক সরকার, রাজীব শীল প্রমুখ কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত ছিলেন।৪৬ তম বর্ধমান বইমেলা ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল।

প্রকাশিত হল প্রবাসী লেখক বিপুল বিহারী হালদারের উপন্যাস 'অগ্নি পথে তীর্থ যাত্রা'

নীলরতন কুণ্ডু ঃ প্রবাসী লেখক বিপুল বিহারী হালদারের আত্ম জীবনী মূলক উপন্যাস 'অগ্নিপথে তীর্থ যাত্রা' বইটি প্রকাশিত হলো চুঁচুড়া র রেনু ব্যাংকোয়েটে হলে। রবিবার বইটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে লেখকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কবি অরুন কুমার চক্রবর্তী, লেখক নলিনী বেরা, লেখক বিমল লামা, কবি দীপক রায়, কবি প্রবীর রায় চৌধুরি, প্রদীপ চৌধুরি ও বিশিষ্ট গল্পকার নিত্য রঞ্জন দেবনাথ এবং হুগলি চুঁচুড়ার পুর প্রধান অমিত রায় সহ আরোও অন্যান্য এক ঝাঁক কবি, সাহিত্যিক এবং পুস্তক প্রেমী মানুষ। অনুষ্ঠানে বইটি সম্পর্কে রোমহর্ষক কাহিনীর কথা তুলে ধরেন লেখক নলিনী বেরা ও বিমল লামা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি অরুন কুমার চক্রবর্তী,

প্রবীর রায়চৌধুরী ও প্রদীপ চৌধুরি। বইটির লেখক বিপুল বিহারী হালদার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষিপ্ত আকারে শুনিয়ে বলেন,উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিনই তাঁর লেখা তিরিশ কপি বই ক্রয় করেছেন বইপ্রেমী মানুষ। এছাড়া এবারে কোলকাতা বইমেলায় তাঁর রোমহর্ষক এই উপন্যাসটি প্রায় পঞ্চাশ জনেরও বেশি মানুষ ক্রয় করেছেন। তিনি বলেন,বইটি সংগ্রহের জন্য আগ্রহী পাঠকরা চুঁচুড়ায় ব্যানার্জী বুক স্টলে এবং কলকাতায় দে'জ পাবলিশার্স এ যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রকাশিত হল শুভঙ্কর বৈদ্য'র প্রথম ছড়া গ্রন্থ এক্কা দোক্কা ছক্কা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চম্পাহাটির 'সাহিত্য সৈনিক' পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং বই প্রকাশ ও সাহিত্য পাঠের আসর বসে ছিল সাহিত্যিক অংশুদেবের বাড়িতে প্রকাশ পেল শুভঙ্কর বৈদ্য-এর প্রথম ছড়া গ্রন্থ 'এক্কা দোক্কা ছক্কা'। এই শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন স্বয়ং ছড়াকার। বইটির আলোচনা করেছেন সাহিত্যিক অংশুদেব। তিনি বলেছেন, ছড়াকার শুভঙ্কর বৈদ্য তাঁর এই ক্ষুদ্র তিন ফর্মার বইতে দুটি জিনিস তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল - ১. শৈশব উত্তীর্ণ বালক-বালিকাদের মনের উপযোগী ছড়া সৃষ্টি এবং ২. বাস্তব সময়কে ধরা। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে ছড়াকার কোথাও কোথাও সূক্ষ্মতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম বই হিসাবে তাঁর লেখায় পাঠকের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার মতো দাবি রাখে। আগামী দিনে তিনি একজন সচেতন ছড়া শিল্পী হয়ে উঠবেন, তার পদধ্বনি আশা করি পাঠকও উপলব্ধি

করতে পারবেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন - শিক্ষক অসীম নস্কর, শিখা মণ্ডল, কবি দীপঙ্কর বৈদ্য, ছড়াকার শুভঙ্কর পত্নী সঙ্গীতা দাস বৈদ্য প্রমুখ।

শ্রেয়া এডুকেশন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘের স্পোর্টস টিচার হুগলির দিয়াড়ার প্রণয় দাসকে স্বর্ণপদক সহ রাষ্ট্র কা গৌরব সম্মান প্রদান করা হয়।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক !

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ! প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নগ্ন অবস্থায় ছবি তুলে দেখাতে হত শিক্ষককে ! এই অভিযোগেই তোলপাড় হুগলির পোলবার আটপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ে আসতেই গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী।অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পোলবা থানার পুলিশ। শুক্রবার তাকে চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের জন্য ঋণদান শিবির জৌগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জৌগ্রামে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল ঋণদান শিবির। জৌগ্রামে আয়োজিত এই ঋণদান শিবিরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের প্রায় ২ কোটি টাকা ঋণ দিল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। রাজ্যের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার এসএইচজি'র মাধ্যমে। তাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আটটি শাখা জৌগ্রামে আয়োজিত ঋণদান শিবিরে সংশ্লিষ্ট এলাকার মহিলাদের ২ কোটি টাকা ঋণ দিল বলে জানা গেছে। উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল ম্যানেজার সহ বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ।

প্রেমিকাকে খুন করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা প্রেমিকের !

নিজস্ব সংবাদদাতা,পাণ্ডুয়া ঃ পাণ্ডুয়ার মহানাদে স্কুল কোয়ার্টারে খুন যুবতী ! মৃতের নাম সৌমি গাঙ্গুলী(২১)। মঙ্গলবার রাতে নিজের ঘরে মৃত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে পুলিশ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যুবতীর মা মহানাদ হাইস্কুলের শিক্ষিকা স্কুল সংলগ্ন কোয়ার্টারের মা মেয়ে থাকতেন। মঙ্গলবার রাতে একটি ঘরে যুবতীকে খুন করা হয় বলে অনুমান পুলিশের।বুধবার সকালে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ ও হুগলি গ্রামীন পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তারা ঘটনার তদন্তে যান।জানা গেছে, সৈকত সরকারের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল যুবতীর।একই এলাকারই বাসিন্দা দুজনে।যুবতীর বাড়িতে যাতায়াত ছিল যুবকের।গত মাস ছয়েক ধরে সেই সম্পর্কে ভাটা পরে আবারও সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা এবং বিফল হওয়ার অবসাদ থেকে এই খুন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের।তবে সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বুধবার সকালে অভিযুক্ত যুবক বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তাকে প্রথমে পাণ্ডুয়া হাসপাতাল,পরে চুঁচুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই অভিযুক্ত যুবকের মৃত্যু হয়।হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যান সরকার বলেন,''মৃতার মাথার পিছনে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে।সম্পর্কের টানাপোড়েনে এই খুন বলে মনে হচ্ছে।সৈকত সরকারের বিরুদ্ধে যুবতীর মা অভিযোগ করেছেন। তদন্তে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।''

বাবা ও মায়ের ইচ্ছে পূরণে ফুটবলকেই পাখির চোখ করেছে হরিপালের সোনাটিকরির ছেলে রিন্টু মালিক

বিদ্যুৎ ভৌমিকঃ সুপ্ত প্রতিভা কোনদিনই চাপা থাকে না । একদিন না একদিন তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে হরিপাল ব্লকের অধীন সোনাটিকরি গ্রামের তপশিলী জাতিভুক্ত পরিবারের পুচকে ছেলে রিন্টু মালিকের নাম করা যায়।ক্রীড়ামহলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

মাত্র ১৪ বৎসর বয়সেই খেলার দুনিয়াকে সে অবলীলাক্রমে দেখিয়ে দিয়েছে নিষ্ঠাবান হয়ে লক্ষ্যে স্থির থেকে কেমন করে কোন্ জাদুমন্ত্রে অভাবনীয় সাফল্য তুলে আনা যায় ? তারই সুবাদে খুদে ফুটবলার রিন্টু অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জুনিয়র টিমে স্থান করে নিয়ে ময়দানকে নিজের জাত চিনিয়েছে।শুধু হরিপালবাসী নয়, সারা বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা গর্বভোধে নিজেদের ভরিয়ে তুলেছে মহেশপুর হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া মিডফিল্ডার রিন্টু মালিকের ক্রীড়াচাতুর্যের গরিমায়।এতো তাজ্জব ব্যাপার !

দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের ছেলে রিন্টুর বিস্ময়কর সাফল্যের সংবাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে হরিপালের প্রত্যন্ত সোনাটিকরি গ্রামের বাউরিপাড়ায় রিন্টুদের এক চিলতে ঘরে বসে একান্ত আলাপচারিতায় কথা হচ্ছিল রিন্টুর সঙ্গে। পাশে বসে কথার খেই ধরিয়ে দিচ্ছিলেন পেশায় মোটরভ্যান চালক রিন্টুর বাবা সঞ্জীব মালিক। একসময় দুর্দান্ত ফুটবল খেলতেন। এখনও ফুটবল তার মনে প্রাণে। ছেলের কথা বলতে বলতে তিনি নিজের ফুটবলজীবনের কথা তুলে ধরলেন। স্টপারে খেলতেন। চমকপ্রদ ফুটবল খেলার কারণে ২০০৭ সালে কলকাতার মাঠে পঞ্চম ডিভিসনে রামকৃষ্ণ স্পোর্টিং ক্লাবে খেলার সুযোগ ঘটে যায়। খেলার মাঠে তিনি রিন্টুকে নিয়ে যেতেন। এভাবে ফুটবল তার (রিন্টুর) ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে। সেই থেকে রিন্টুর মধ্যে তার নিজের ফুটবলজীবনের ছায়া দেখতেন। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে যেন তার স্বপ্নকে সার্থক করে। রিন্টু কথা রেখেছে। ছোটবেলা থেকেই রিন্টুর ফুটবলের প্রতি আলাদা একটা নেশা।সেই নেশা আজও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় মাঠে ময়দানে। সে ফুটবলে মাতে বাবার প্রশিক্ষণে। ৭ নং জার্সিধারী মিডফিল্ডার রিন্টুর থ্রু পাস বিপক্ষ দলের ডিফেন্সকে ফালা ফালা করে দেয়। বাবার ফুটবল খেলার মতো রিন্টুর মাও এক সময় খো

খো খেলায় পারদর্শিণী হয়ে উঠেছিলেন। তাদের খেলায় অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ফুটবলের প্রতি নিবিড় আগ্রহকেপ্রাধান্য দিয়েছে গোড়া থেকেই তাদের অভাবী ঘরের একমাত্র দুলাল। সেখান থেকে ব্লক ছাড়িয়ে সাব ডিভিশন ও ডিস্ট্রিক্ট ফুটবলে দাপিয়ে খেলে এখন সাব জুনিয়র ফুটবলে তার উত্তরণ। উপরন্তু মোহনবাগানের মতো নামকরা ফুটবল দলের জুনিয়র টিমের জার্সি গায়ে চাপানো। নতুন করে পথ চলা শুরু করে রিন্টু। উত্তরপাড়া ফুটবল একাডেমীতে সিএ'র মাঠে প্রখ্যাত প্রশিক্ষক বাস্তব রায়ের অধীনে নিয়মিত তালিম নেওয়ার সাথে সাথে বেঙ্গল একাডেমীতে কোচ তন্ময় বসুর কাছে তার নজরকাড়া অনুশীলন চলছে। ইত্যবসরে রিন্টু জানিয়েছে সে ক্রিশ্চিয়ানো রোলান্ডোর মন মাতানো খেলায় মজে আছে।

এলাকার ফুটবলপ্রেমীদের বক্তব্য,হাভাতে ঘরের ছেলে রিন্টুর মতো আনকোরা উদীয়মান ফুটবলার যেভাবে অজ পাড়া গাঁ থেকে উঠে এসে নানা বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতার মাঠে জায়গা পাকা করে নিয়েছে, তা দৃষ্টান্ত স্বরূপ।সবচেয়ে বড় কথা, মোহনবাগান ক্লাবের জুনিয়র টিমে জায়গা করে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।রিন্টু তার ফুটবল জগতে পা রাখার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে এই প্রতিবেদকের কাছে নির্দ্বিধায় জানাতে কসুর করল না।২০২২ সালে ৩০ মার্চ তারকেশ্বর হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ৬৬ তম হুগলি জেলা স্কুল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় চন্দননগর মহকুমা বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।রিন্টু সেই টিমের অন্যতম সদস্য। ২০২৩ সালে ৬৬ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট স্কুল গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে ২৮ এপ্রিল থেকে ১ মে তারিখে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হুগলি জেলা সাউথ কলকাতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। সেখানেও রিন্টু অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মানে ভূষিত হয়।এছাড়া ২০২৩-২০২৪ বর্ষে সাব জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় বহরমপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বালক বিভাগে কোয়ালিফাই রাউন্ডে বাংলা মণিপুরের কাছে পর্যুদস্ত হয়।এই টুর্নামেন্টে রিন্টুর অসামান্য পারদর্শিকতা কাজে লাগে নি। চলতি বৎসরে বিবেকনগর ইউথ অ্যাসোসিয়েশন গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বায়ো হোস্ট কাপ ২০২৪ এর খেলায় অনূর্ধ্ব ১৫ বিভাগে চূড়ান্ত পর্যায়ে মোহনবাগান জুনিয়র ফুটবল দল চ্যাম্পিয়নের শিরোপা লাভ করে অনন্য নজির গড়ে।ফাইনালে রিন্টুর 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' এর সম্মান লাভের সুবাদে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন খেলোয়াড় অর্ণব মন্ডল ও অরিন্দম ভট্টাচার্যের হাত থেকে পুরস্কার নেওয়া তার ফুটবল জীবনের সেরা ও স্মরণীয় মুহূর্ত বলে রিন্টু জানিয়েছে।এ দৃশ্য অ্যালবামে বাঁধিয়ে রাখার মতো। আগামী দিনে রিন্টু এরকম অনেক সোনালি মুহূর্ত উপহার দেবে ক্রীড়ামোদীদের ধারণা। বর্তমানে যুব লিগে প্রশিক্ষণের জন্য মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জুনিয়র টিমের অনুশীলনে রিন্টু ব্যস্ত। রিন্টুর ফুটবলকে জয় করার স্বপ্ন বাস্তবের মাটিতে ডানা মেলেছে।

(প্রথম পাতার পর)

স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের জেরে বন্ধুকে খুন

বাড়তে থাকে।জেরায় সিকান্দর পুলিশের কাছে দাবি করেছে, ছোটুই তাকে মারার ফন্দি এঁটেছিল।গত ১০ ফেব্রুয়ারি চুঁচুড়ার খদিনা মোড়ে নিজের ট্রাক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ছোটু। তিনি সিকান্দরকে মদ খাওয়ার জন্য ফোন করেন। দু'জনে মদ খেয়ে রাতে মহেশ্বরপুরে টায়ারের দোকানে ফেরে।রাতেই সে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে ছোটুকে খুন করে। এরপর ছোটুর মোবাইল ও গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় সিকান্দর।

সাংবাদিক বৈঠকে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি (ডিঅ্যান্ডটি) প্রিয়ব্রত বক্সী আরও জানান, ঘটনা ঘটার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ তদন্তে নেমে হরিপালের অলিপুর থেকে ছোটুর গাড়িটি উদ্ধার করে। তবে, মোবাইলটি উদ্ধার হয়নি।ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফোন উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার সকালে ছোটুর দোকানের ম্যানেজার শেখ জামাল এসে দেখেন, দোকানের শাটার খোলা। ভিতরে ছোটু মেঝেতে পড়ে। ডাকাডাকিতেও সাড়া না দেওয়ায় তিনি পুলিশে খবর দেন।ঘর থেকে উদ্ধার হওয়া একটি চিরকুটে থাকা তিনটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে সিকান্দরের কথা জানতে পারে পুলিশ।ঘটনাস্থলে একটি ভাঙা চেয়ার ছিল।খুন করার আগে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছিল কি না,তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে ১৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মূল অভিযুক্ত সিকান্দরকে হেফাজতে নিয়ে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ এবং ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছোটুর মোবাইল ফোনটাও উদ্ধার করেছে পুলিশ। খুনের ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত ছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।ধৃত সিকান্দরকে ২৩ ফেব্রুয়ারি আবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ৮ মার্চ সিকান্দরকে আবার আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

(প্রথম পাতার পর)

সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার এলাকার ঘটনা।

এক নজরে

● সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেফতার তৃণমূল নেতা শিবু হাজরা।

● লোকসভা ভোটে এবার তৃণমূলের নতুন শ্লোগান ''বিজেপির জমিদারি হঠাও,বাংলা বাঁচাও।''

● প্রয়াত ভগবানগোলার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ইদ্রিশ আলি।

● গরু পাচার মামলায় ২১ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে দেবকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি।

● সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।

● লোকসভা ভোটে বাংলায় আসছে ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

● স্ত্রীর কাটা মুন্ডু নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াল স্বামী ! পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর মাথা কেটে রাস্তায় স্বামী।পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর এলাকার ঘটনা।প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

● পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের ১৮ তম জন্মদিন সোমবার মহাসমারোহে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের চকদীঘি ও আটিপাড়া শাখার পক্ষ থেকে।

● প্রকাশ্য দিবালোকে বেআইনি ভাবে মদ ও গাঁজা বিক্রির অভিযোগে রবিবার উত্তরপাড়ার মাখলা এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ।

● আগামী বছর ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মাধ্যমিক ২০২৫, চলবে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, নোটিশ জারি করে জানিয়ে দিল পর্ষদ।

● কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ১০ মার্চ ব্রিগেডে জনগর্জন সভা তৃণমূলের।

● বর্ধমান উৎসব ময়দানে ২৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার থেকে শুরু হল পূর্ব বর্ধমান জেলা হস্তশিল্প মেলা,চলবে ১০ মার্চ পর্যন্ত।

● পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমান রবীন্দ্র ভবনে শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক বিধান চন্দ্র রায়,বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার,পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

● সারা ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লক হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে শনিবার অনুষ্ঠিত হল স্বাধীনতা সংগ্রামী জননেতা অশোক ঘোষের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন নরেণ চট্টোপাধ্যায়,নরেন দে, দেবব্রত বিশ্বাস,কৃপা সিন্ধু সাহা, দেবব্রত ঘোষ, মিতালী কুমার, প্রদীপ মজুমদার প্রমুখ।

● ধনেখালির পলাশী হেমাঙ্গিনী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রবিবার ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হলঙ্ক খবর আজ কাল পরশু আয়োজিত অঙ্কন উৎসব ২০২৪।শিশু শ্রেণিঙ্ক থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪৬২ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল।এবার হুগলি ছাড়াওঙ্ক পূর্ব বর্ধমান, নদীয়া, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা এবং কলকাতা থেকেও প্রতিযোগীরা এসেছিল বলে জানা গেছে।

মাঘী পূর্ণিমায় শনিবার অকাল রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হল ধনেখালির কাঁকড়াকুলিতে।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com